বিষয়বস্তুঃ কুরবানীর গুরুত্ব ও ফযীলত

যুল ক’দাহ মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(১৯ যুল ক’দাহ ১৪৪৪ হিজরী, ৯ জুন ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু’মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৯৮

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ الْتَّقْوٰى مِنْكُمْ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

ঈমানদার ভাই সকল ! আজ যুল ক’দাহ মাসের ১৯ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। কুরবানীর ঈদের আর মাত্র ২০/২১ দিন বাকি আছে। তাই আজ আমরা কুরবানীর গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। আজকের বয়ানে আমরা কুরবানী সম্পর্কে ৪টি মৌলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবঃ (১) কুরবানী কাকে বলে এবং এর উদ্দেশ্য কী ? (২) পশু কুরবানীর প্রচলন কবে থেকে হয়েছিল? (৩) কুরবানী কাদের উপর ওয়াজিব হয় ?

(৪) কুরবানীর গুরুত্ব ও ফযীলত কী ?

কুরবানী কাকে বলে এবং এর উদ্দেশ্য কী ?

মনে রাখবেন, কুরবানী শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, কোন বস্তুকে উৎসর্গ করে কারোর নৈকট্য লাভ করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় কুরবানী বলা হয়, মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন পশুকে যবেহ করে উৎসর্গ করা। কথায় বলেঃ কিছু অর্জন করতে হলে কিছু ত্যাগ দিতে হয়। ত্যাগ ছাড়া পৃথিবীতে কোন বস্তু অর্জন হয় না। তাই বড় আদরে লালিত-পালিত নিজের প্রিয় পশুকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার নামই হল, কুরবানী।

মনে রাখবেন, বাজার থেকে কিনে এনে যেকোন চতুষ্পদ, হালাল, পালিত পশুকে কুরবানী দিলে কুরবানী শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে দীর্ঘ দিন ধরে নিজ হাতে লালন পালন করে যে পশুকে কুরবানী দেওয়া হয়, তার মর্যাদা আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে বেশি। কেননা, এতে কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য উত্তমরূপে সাধন হয়।

মনে রাখা দরকার, আল্লাহ তায়ালা এই কুরবানীর পশুর রক্ত ও গোশত কিছুই চান না। বরং তিনি এ দ্বারা আমাদের অন্তরের তাকওয়া দেখতে চান। তাকওয়া বলতেঃ তিনি দেখতে চান যে, তাঁর বান্দা দুনিয়াবী সম্পদের মুহব্বতের উপর আল্লাহর মুহব্বতকে প্রাধান্য দেয় কি না। এখানে তাকওয়া বলতে এটাই বোঝান হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি আয়াত লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তায়ালা সূরা হজ্জের ৩৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

“আল্লাহর দরবারে (কুরবানীর পশুর) গোশত ও রক্ত পৌঁছয় না। বরং তার কাছে পৌঁছয় শুধুমাত্র তোমাদের মনের তাকওয়া।” অর্থাৎ আমরা যে কুরবানী করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সেই কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত কিছুই চান না। বরং তিনি আমাদের কাছে একটাই জিনিস চান। সেটা হল, আমাদের মনের তাকওয়া অর্থাৎ খোদাভিরুতা। এটাই হল, কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য।

অনুরূপভাবে, কুরবানীর আরেকটি মহৎ উদ্দেশ্য হল,

সমাজের গরিব-অসহায় মানুষদেরকে আহার করানোর প্রতি উৎসাহ দান করা। তাই কুরবানীর গোশত শুধু নিজে আহার করা হয় না, বরং নিজের পরিবারের আত্মীয়স্বজন ও সমাজের গরিব-দুঃখী অসহায়দেরকেও আহার করান হয়। এ সম্পর্কে কুরআনের একটি আয়াত লক্ষ্য করুন। সূরা হজ্জের ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যাবে, (অর্থাৎ যবেহ করার পর যখন পশু নিস্তেজ হয়ে যাবে) তখন তা থেকে তোমরা নিজে আহার কর এবং গরীব-অসহায় মানুষদেরকেও খাওয়াও। এমনিভাবে আমি এই পশুগুলিকে তোমাদের আয়াত্তে করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।"

পশু কুরবানীর প্রচলন কবে থেকে হয়েছে ?

সম্মানিত বন্ধুগণ ! প্রচলিত কুরবানীর ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস

সালামের নিজের প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী দেওয়ার ইতিহাসকে কখন ভোলা যায় না। বিখ্যাত ইতিহাসের কিতাব ‘আল বিদায়াহ ওয়ান্নিহায়া’র ১ম খণ্ডের ৩৬৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, বিবাহের পর থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বহু বছর কোন সন্তান হত না। অবশেষে ৮৬ বছর বয়সে বৃদ্ধকালে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দান করলেন। যার নাম রাখলেন ইসমাঈল। দেখতে দেখতে পুত্র ইসমাঈল বড় হয়ে যখন হাঁটাচলা শুরু করল এবং তাঁর প্রতি অত্যন্ত মুহব্বত পয়দা হল, তখন আল্লাহ তায়ালা পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে পরীক্ষা নিতে চাইলেন।

যেহেতু নবী তিনি ছিলেন খলীলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বন্ধু। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পরীক্ষা নিতে চাইলেন যে, বন্ধু ইবরাহীম নিজের সন্তানের মুহাব্বতের উপর আল্লাহর মুহব্বতকে প্রাধান্য দেয় কি না ?

সেজন্য আল্লাহ তায়ালা নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে পরস্পর ৩ দিন ধরে তাঁর প্রিয় পুত্রকে কুরবানী

করার স্বপ্ন দেখালেন। কুরআন করীমের সূরা সা-ফফাতের ১০১ থেকে ১০৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত সেই স্বপ্ন ও তার বাস্তবায়নের করুন ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ "সুতরাং আমি তাঁকে একটি সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।" فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ الْسَّعْيَ "অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরার বয়সে উপনিত হল" তখন পিতা ইবরাহীম তাঁকে বললেনঃ يٰا بُنَيَّ اِنِّي أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى "হে আমার পুত্র ! আমি স্বপ্নের মধ্যে দেখছি যে, তোমাকে যবেহ করছি। এখন তুমি ভেবে দেখ, এ সম্পর্কে তোমার অভিমত কী ?

এখানে একটি কথা জেনে রাখা দরকার, যেহেতু এই শিশুপুত্র ভবিষ্যতে নবী হবেন, তাই তার চিন্তা ধারা ও বুদ্ধি ছিল অন্য শিশুদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই পিতার জবাবে তিনি কী বললেন ? দেখুন। তিনি বললেনঃ

يٰأَبَتِ اْفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُوْنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْصَّابِرِيْنَ

"হে আমার পিতামহ ! (আল্লাহর পক্ষ থেকে)

আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। ইনশা আল্লাহ ! আপনি আমাকে ধৈর্যধারণকারীদের মধ্যে পাবেন।”

এরপর কুরআন করীমের মধ্যে বলা হয়েছেঃ অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়েই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য কুরবানী পেশ করতে রাযী হয়ে গেলেন।

তাফসীরে কুরতুবীতে লেখা আছে, তারপর যখন দু’জনেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য নির্জন স্থানের সন্ধানে মক্কার মিনা’র ময়দানে সাবীর পাহাড়ের দিকে রওনা দিলেন, তখন ইবলীস শয়তান পথে ৩ জায়গায় ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ৩টি স্থানেই শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরেছিলেন। তাই আজও পর্যন্ত হাজী সাহেবরা মক্কায় গিয়ে ওই ৩টি জায়গায় পাথর মেরে থাকেন। যাকে বলা হয়, রমিয়ে জিমার।

যাইহোক, এরপর শয়তান যখন পরাস্ত হয়ে চলে গেল, তখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজের পুত্রকে

নিয়ে সাবীর পাহাড়ের তলদেশে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে যখন পুত্রকে শুইয়ে ছুরি চালালেন, তখন আল্লাহর কুদরতী ইশারায় ছুরি চলল না। অথবা পুত্র ইসমাঈলের গলায় পিতলের পর্দা আড়াল হয়ে গেল। তাতে ছুরি চললই না। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী আওয়াজ আসল। আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَاِبْرٰهِيْمُ۞ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۞ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِيْ الْمُحْسِنِيْنَ

“আমি তাঁকে ডাক দিয়ে বললামঃ হে ইবরাহীম ! অবশেষে তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছ। এভাবেই আমি নেককার মানুষদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বললেনঃ

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأٰخِرِيْنَ

“নিশ্চয় এটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা (যাতে তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ)। আমি এর পরিবর্তে তাঁকে একটি মহান পশু দিলাম। (যাতে সে ইসমাঈলের পরিবর্তে যবেহ করে।) আর আমি এটাকে পরবর্তীদের মধ্যেও বহাল রেখেছি।”

মুহতারম শ্রোতামণ্ডলী ! কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ যতবার

কুরবানী করবে পিতা-পুত্রের কুরবানীর এই করুন ইতিহাসকে ততবার স্মরণ করবে।

তবে একটি কথা জেনে রাখা দরকার, এই পশু কুরবানীর প্রচলন শুধু ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যমানা থেকেই শুরু হয় নি। বরং আদিপিতা আদম আলাইহিস সালামের যমানাতেও ছিল। সুতরাং আমরা কুরআনের মধ্যে সূরা মাইদার ২৭ নম্বর আয়াতটি লক্ষ্য করলে জানতে পারব যে, পিতা আদম আলাইহিস সালামের দুই সন্তান হাবিল ও কাবিলের মধ্যে ছোটভাই হাবিল আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য পশু কুরবানী দিয়েছিল। আর বড়ভাই কাবিল শাক-সব্জি ও শশ্য-দানা কুরবান করেছিল। আল্লাহ তায়ালা হাবিলের কুরবানীটা কবূল করে নিয়েছিলেন। আর কাবিলের কুরবানী কবূল করেন নি। এ ঘটনা তাফসীরের কিতাবগুলিতে বিস্তারিত লেখা আছে। বোঝা গেল, পশু কুরবানীর প্রচলন নবী ইবরাহীমের পূর্বেও ছিল।

কুরবানী কাদের উপর ওয়াজিব হয় ?

ঈমানদার ভাই সকল ! এবার আমরা জানব, কুরবানী কোন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয় ? এ সম্পর্কে ফাতাওয়ার কিতাব সমূহে লেখা আছে, যুল হিজ্জাহ মাসের ১০ তারিখের ফজর থেকে ১২ তারিখের সূর্যাস্ত পর্যন্ত যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম পুরুষ কিংবা মহিলা নির্দিষ্ট নিসাব পরিমাণ অর্থের মালিক হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

এখানে নির্দিষ্ট নিসাব পরিমাণ অর্থের মালিক বলতে, ওই ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, যার কাছে ৪টি সম্পদ নির্দিষ্ট নিসাব পরিমাণে আছে। চারটি সম্পদ হলঃ (১) সোনা, (২) রুপো, (৩) দেশীয় মুদ্রা অর্থাৎ টাকা-পয়সা, (৪) ব্যবসায়ী মাল-পত্র। এই চারটি সম্পদ যদি কারোর কাছে সম্মিলিত ভাবে অথবা একক ভাবে থাকে, তাহলে প্রথমে সবগুলো টোটাল হিসেব করা হবে। অতঃপর যদি ঋণ থাকে, তাহলে তা বাদ দেওয়ার পর যদি সাড়ে ৫২ ভরি রুপোর মূল্য পরিমাণে পৌঁছে যায়, তাহলে ওই ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ অর্থের মালিক। আর সাড়ে ৫২ ভরি রুপোর ওজন

হল, ৬১২ গ্রাম ৩৬০ মিলিগ্রাম রুপো। যার বর্তমান আনুমানিক মূল্য হল, প্রায় ৪৩ হাজার টাকা।

তবে যদি কারোর কাছে এই চারটি সম্পদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র সোনা থাকে, বাকি তিনটির কিছুই না থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে সোনার নিসাব ধর্তব্য হবে। আর সোনার নিসাব হল, সাড়ে ৭ ভরি। যার ওজন হল, সাড়ে ৮৭ গ্রাম সোনা।

এখানে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, বাজারে দু'রকম ভরি প্রচলিত আছে। একটি ভরি হল, পুরাতন ভরি। যেটা ১১ গ্রাম ৬৬৪ মিলিগ্রামে ১ ভরি হয়। আরেকটি ভরি হল, নতুন ভরি। যেটা ১০ গ্রামে ১ ভরি হয়। সংবাদ পত্র-পত্রিকায় এই নতুন ভরি হিসাবেই সোনা রুপোর মূল্য লেখা হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, নতুন ভরি হিসাবে কিন্তু রুপোর নিসাব সাড়ে ৫২ ভরি হবে না, বরং ৬১ ভরি ২ গ্রাম হবে। অনুরূপভাবে, নতুন ভরি হিসাবে সোনার নিসাব সাড়ে ৭ ভরি হবে না, বরং ৮ ভরি সাড়ে ৭ গ্রাম হবে। তবে সবচেয়ে উত্তম হল, ভরি হিসেবে অংক না

কষে, বরং গ্রাম হিসেবে ৬১২ গ্রাম ৩৬০ মিলিগ্রাম রুপোর মূল্য পরিমাণ হচ্ছে কিনা দেখা। আর এটাই হল সরল পন্থা।

যাইহোক, সারকথা হল, যে ব্যক্তির কাছে এই চার প্রকার সম্পদ ঋণ বাদে নির্দিষ্ট নিসাব পরিমাণে কুরবানীর ওই ৩দিনে থাকবে, সে ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

মুহতারম সুধীবৃন্দ ! এ পর্যন্ত আমরা জানতে পারলাম যে, কুরবানী ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়, যার কাছে উল্লেখিত চার প্রকারের সম্পদ অর্থাৎ সোনা, রুপো, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়ী মাল-পত্র নির্দিষ্ট নিসাব পরিমাণে আছে।

এবার আমরা কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানব। যে বিষয়ে আমরা অনেকে উদাসীন। অথচ এ ক্ষেত্রেও কুরবানী না করার কারণে আমাদের গোনাহগার হতে হবে।

(১) যদি কারোর কাছে ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা, ফ্লাট, দোকান, যান-বাহন, মেশিনপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ঘরের

আসবাবপত্র, এক কথায় জীবন যাপনের নিত্য প্রয়োজনের জিনিস-পত্রগুলো বাস্তবে ব্যবহার ও প্রয়োজনের জন্যই হয়, তাহলে সেগুলি যাকাত, ফেতরা ও কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য ধর্তব্য হবে না। কেননা, সেগুলো মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

তবে যদি সেগুলি প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত এতটা পরিমাণ হয়, যার মূল্য রুপোর নিসাব অর্থাৎ ৬১২ গ্রাম রুপোর মূল্য পরিমাণে পৌঁছে যায়, তাহলে তার উপর কুরবানী, ফিতরা ও হজ্জ ওয়াজিব হবে। তবে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা এগুলি যাকাতের মাল নয়।

(২) যদি কারোর কাছে পরিবার-বর্গের পূর্ণ এক বছরের খোরাকী উৎপাদনের জন্য যতটা জমি চাষের জন্য প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি জমি থাকে, আর তার মূল্য যদি রুপোর নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার উপর কুরবানী, ফিতরা ও হজ্জ ওয়াজিব হবে। এমনকি নগদ টাকা না থাকলে, অতিরিক্ত জমি বিক্রি করেও কুরবানী, ফিতরা ও হজ্জ আদায় করতে হবে। এ মাসআলাটি অনেকে জানেন

না। সুনানে তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহ্ফাতুল আলমায়ীর ২ খণ্ডের ৫৬৫ পৃষ্ঠায় এ মাসআলা দু'টি লেখা আছে।

কুরবানীর গুরুত্ব ও ফযীলত কী ?

মুহতারম সুধিবৃন্দ ! এবার আমরা কুরবানীর গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুনব। জেনে রাখা দরকার, একশ্রেণীর মুসলমান ভায়েরা বলছেন যে, কুরবানী নাকি একটি মুস্তাহাব আমল। করলে নেকী হবে, তবে না করলে কোন গোনাহ হবে না। মনে রাখবেন, এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। কেননা ৪ মাযহাবের সমস্ত ফুকাহায়ে কিরামগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুরবানী ওয়াজিব বলে প্রমাণ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা সূরা কাউসারের শেষ আয়াতে বলেছেনঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "অতএব তুমি তোমার প্রভুর জন্য নামায পড় এবং কুরবানী কর।" এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নবীজিকে কুরবানী করার আদেশ করেছেন। আর আদেশ করার অর্থ হল, ওয়াজিব।

অনুরূপভাবে সুনানে ইবনে মাজার ২১২৩ নম্বর হাদীসে

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا

"যে ব্যক্তি কুরবানী করায় সক্ষম হওয়া সত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদ ময়দানে না আসে।" এ হাদীসটি হাসান পর্যায়ের বিশুদ্ধ। এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সামর্থ্যবানদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। কেননা, যদি কুরবানী ওয়াজিব না হত, তাহলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানী করায় অবহেলাকারী ব্যক্তিকে কঠোরভাবে ঈদগাহে আসতে নিষেধ করতেন না। বোঝা গেল, কুরবানী ওয়াজিব। না করলে গোনাহ হবে।

সুধী বন্ধুগণ ! পরিশেষে আমরা কুরবানীর ফযীলত সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস শুনে আজকের মতো বয়ান শেষ করব। মনে রাখবেন, আল্লাহর নিকট কুরবানীর ফযীলত অপরিসীম। বিখ্যাত হাদীসের কিতাব মুস্তাদরাক হাকিমের ৩৫১২ নম্বর হাদীসের মধ্যে বলা হয়েছে,

কুরবানীর পশুর গায়ের প্রতিটি পশমের বদলে একটি করে নেকী লেখা হয়, সুবহানাল্লাহ !

মনে রাখবেন, একটি ছাগল কিংবা গরুর গায়ে কতটা পশম থাকে ? আমরা কী কখনও গুনতে পেরেছি ? অথচ আল্লাহ তায়ালা সেই পরিমাণ নেকী দিতে কুণ্ঠিত বোধ করবেন না। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিকভাবে কুরবানী দেওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল

নির্দেশনা

বয়ানের এ pdf কপিটি আপনাকে আমানত স্বরূপ দেওয়া হল। আশারাখি, আপনি এটি শেয়ার করে আমানতে খিয়ানত করবেন না। আপনি অন্যান্য ইমাম ও খতীবগণকে আমাদের www.jamianumania.com ওয়েব সাইটে সংযুক্ত হতে সহযোগিতা করুন। - কর্তৃপক্ষ